দৈনিক সংবাদ

তারিখ NOV 04 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

মাধ্যমিক স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের সিলেবাস পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল হতে মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। গণিত তন্মধ্যে একটি। পূর্বে গণিতের তিনটি বিষয় ছিল। (১) পাটিগণিত, (২) বীজগণিত, (৩) জ্যামিতি। বর্তমানে গণিতের মধ্যে বীজগণিত ও জ্যামিতি দুটি বই আছে। বীজগণিতে ৫০, জ্যামিতির মধ্যে উপপাদ্য, সম্পাদ্য ও অনুশীলনী নিয়ে ৩০ নম্বর, ত্রিকোণমিতিতে ১২ ও পরিমিতিতে ৮ মোট ১০০ নম্বর। পাটিগণিত একেবারে বাদ দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর কতিপয় দেশের মধ্যে ভারত একটি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাসে নবম ও দশম শ্রেণীতে পাটিগণিত আছে। পাটিগণিতের মধ্যে তিনটি অধ্যায় এবং পাটিগণিতের জন্য ১৫ নম্বর থাকে। গণিত শিক্ষার মধ্যে পাটিগণিত শিক্ষাকে বাদ দেয়া যায় না। বাঙালির জাতীয় জীবনে পাটিগণিত শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতে যায়। শুধু গণিত নয় মাধ্যমিক স্কুলের বিষয়বস্তুর মধ্যে মাতৃভাষা বাংলা হতে আরম্ভ করে ইংরেজি, উচ্চতর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রায় বিষয়ের সিলেবাসে ত্রুটি দেখা যায়। এর ফলে ভবিষ্যৎ বংশধর নষ্ট হয়ে যাবে। মাধ্যমিক স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাসে যদি স্নাতক শ্রেণীর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাহলে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীর জন্য কঠিন হবে এটা নিঃসন্দেহ বলা যায়। বর্তমান বিশ্বের কমপক্ষে ৬০টি গণতান্ত্রিক দেশের মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস তৈরি করা হোক। প্রয়োজনবশত এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হোক। বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীর জন্য যে জ্যামিতি বই প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় উপপাদ্য (৪৭ থেকে ৫২ পর্যন্ত) এগুলোর প্রমাণ হয়নি। অতি শিগগির বইটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক।

পরিতোষ কুমার পালিত
সহকারী শিক্ষক
রাউজান আর আর এ সি আদর্শ (পাইলট) উচ্চ বিদ্যালয়
ডাকঘর- রাউজান
জেলা- চট্টগ্রাম

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতার ছবি টাঙ্গানো প্রসঙ্গে

বর্তমান স্বাধীনতার সপক্ষ দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতারোহণের প্রাথমিক পর্যায়ের মন্ত্রিপরিষদের এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙ্গানোর বিষয়ে আদেশ জারি হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত সিদ্ধান্তের ৩ বছরের মাথায়ও সে সিদ্ধান্ত মানা হচ্ছে না যেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার খুরুইল আজগরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ঐ আদেশ এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এমনকি জাতীয় পতাকাও উত্তোলন হয় না। উল্লেখ্য, আমার বাড়ি (পত্র লেখকের) মাদ্রাসার পাশেই। এ ব্যাপারে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে ঐ ধরনের কোন নির্দেশ পাই নাই।' উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু সরকারি মাদ্রাসা বোর্ড গঠনসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম মসজিদ জাতীয়করণ, ওআইসির সদস্যসহ সারাদেশে ইমামদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কি মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের আওতার বাইরে? স্থানীয় এমপি (সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী) একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির পদাধিকারবলে সভাপতি, স্থানীয় টি.এন.ও কুমিল্লা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় এম.পি মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করছি। উল্লেখ্য, গত ৩০-১০-৯৯ স্থানীয় এমপি এক সমাবেশে (খুরুইল গ্রামে) উক্ত মাদ্রাসার জন্য ১২ লাখ টাকার সরকারি স্বীকৃত অনুদানের কথা (ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের ৩ রুমবিশিষ্ট দালান) ঘোষণা করেন। তাই জাতীয় পর্যায়ে সদাশয় সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এতদ্বিষয়ক দেশের অন্যান্য পর্যায়ে এহেন ঘটনা তদন্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ আলমগীর কবির
গ্রাম-খুরুইল
ডাক- কৃষ্ণপুর
থানা-মুরাদনগর
জেলা- কুমিল্লা